The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

কবি আল-ফারাযদাক ও উমাইয়া রাজদরবারে তাঁর কাব্যচর্চা

[THE POET AL-FARAZDAQ AND HIS POETIC PRACTICE IN THE UMAYYAD ROYAL COURT]

Muhammad Ullah
PhD Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 26 May 2025
Received in revised: 06 April 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: The poet Al-Farazdaq, his praise for the Umayyad Caliphs, his slander for the Caliphs, his lament for the Caliphs.

ABSTRACT

Great progress was made in Arabic language and literature during the Ummayyad era, under the patronage of the Caliphs. Arabic literature and culture rose to the golden heights. Traditionally, poets and writers visited the court of the Umayyad Caliphs freely and gained their close proximity. Al-Farazdaq was a famous poet during the Umayyad period. He received money, gifts and honours by writing praise poems against their opponents and lamenting the death of their own people under the patronage of the caliphs. The language of his eulogies was eloquent, refined and rhetorical. His satires were very sharp. He carefully retorted against the enemies of the Caliphs in blasphemous poetic language. He used rare word choices and inserted rhetorical phrases in Satirical poetry. Various Umayyad caliphs gave him the honours of their chief poet due to his fame in poetry. The article will discuss the biography of the poet Al-Farazdaq and his contribution to palace poetry.

ভূমিকা

উমাইয়া শাসনামলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ আমলে খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী সাহিত্য উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখড়ে আরোহন করে। প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকগণ উমাইয়া খলিফাদের দরবারে অবাধে গমন করে তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন আল-ফারাযদাক। তিনি খলিফাদের পৃষ্টপোষকতায় তাঁদের সুনাম কুঁড়াতে প্রশংসাগাথা, তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুৎসাগাথা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করে উপঢৌকন ও সম্মানি লাভ করেন। কবি আল-ফারাযদাকের প্রশংসাগাথার ভাষা ছিল প্রাঞ্জল, মাধুর্য্যময় ও অলংকারপূর্ণ। তাঁর কুৎসাগাথা ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। তিনি সতর্কতার সাথে খলিফাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কাব্যিক ভাষায় প্রতিউত্তর করতেন। তিনি কুৎসাগাথায় অতি দুর্লভ শব্দচয়ন ও অলংকারপূর্ণ বাক্যের সন্নিবেশ করতেন। কবি খলিফা ও তাঁদের স্বজনদের মৃত্যুতে তাঁদের প্রশংসনীয় বিভিন্ন গুণাবলী ও তাঁদের অবদান উল্লেখ পূর্বক কষ্ট-যাতনা, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতেন। তাঁর কাব্য চর্চার প্রসিদ্ধতার কারণে বিভিন্ন উমাইয়া খলিফা তাঁকে তাঁদের সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে কবি আল-ফারাযদাকের জীবনী ও উমাইয়া রাজদরবারে তাঁর কাব্যচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

কবি আল-ফারাযদাক-এর জীবন পরিক্রমা

নাম ও বংশ পরিচয়

উমাইয়া যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি আল-ফারাযদাক-এর প্রকৃত নাম হলো হাম্মাম। আল-ফারাযদাক হলো তাঁর উপাধি। তিনি তাঁর উপাধিতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[১] তিনি কুৎসিত চেহারার অধিকারী ছিলেন ও মুখন্ডলে বসন্তের দাগ থাকায় তাঁকে আল-ফারাযদাক নামে অভিহিত করা হয়।[২] কবির বাবার নাম গালিব ও মায়ের নাম লাইলা বিনত হারিস আদ দাবিয়্যাহ।[৩] তাঁর বংশ পরম্পরা হলো-হাম্মাম ইবন গালিব ইবন সা'সা'আ ইবন নাজিয়া ইবন 'ইকাল ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুফয়ান ইবন মুজাশি ইবন দারিম ইবন মালিক ইবন হানযালা ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীমী আল-বিসরী।[৪] কবি আল-ফারাযদাক তাঁর বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মহংকার করে বলেন, تَرَى النَّاسَ مَاسِرْنَا يَسْرُوْنَ خَلْفَنَا وَاِنْ نَحْنُ أَوْمَانَا اِلَى النَّاسِ وقَفُوْا. 'তুমি দেখবে, মানুষ আমাদের চলার পথে পিছনেই চলে, আর যদি আমরা থেমে যাই বা ইশারা দেই, তখন তারাও থেমে দাঁড়ায়।'[৫] কবির পিতা গালিবও তাঁর পিতামহের মতো দানশীল ও সমাজের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।[৬] কবির পিতা আলী রা. ও মু'আবিয়া রা.-এর দ্বন্দ্ব নিরাসন কল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৭] কবির দাদা সা'সা'আ ছিলেন রাসূল স.-এর একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি তামীম গোত্রের লোকজনের সাথে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮] তাঁকে জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সন্তানদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাকারী বলা হত।[৯]

জন্ম ও বাল্যকাল

প্রখ্যাত কবি আল-ফারাযদাক-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আরবি সাহিত্যের প্রতিথযশা ঐতিহাসিক আহমাদ আল-ইস্কান্দারী (১২৫৯-১৩১০ খ্রি.) বলেন, কবি আল-ফারাযদাক খলিফা উমার রা.-এর খিলাফতকালে ৬৪০খ্রি. মোতাবেক ১৯ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০] ড. উমার ফাররূখ (১৯০৬-১৯৮৭ খ্রি.)-এর মতে, ২০হিজরী মোতাবেক ৬৪২খ্রিস্টাব্দে উমার রা.-এর খিলাফতকালে কাযিমাহ নামক স্থানে কবি ফারাযদাক জন্ম গ্রহণ করেন।[১১] এ প্রসঙ্গে R.A. Nicholson বলেন, Was bron towards the end of Umar's caliphate.[১২] অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তিনি উমার রা.-এর খিলাফতকালে ২০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে K.A. Fariq বলেন, Was bron and brought up in bedouin environments near Basra.[১৩] কেউ কেউ কাযিমাহ কিংবা ইয়ামামা কবির জন্মস্থান বর্ণনা করলেও অনেকে তার জন্মস্থান বসরা বলে উল্লেখ করেছেন। কবি বসরার মরু এলাকায় তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেন।[১৪] ফলে তিনি সেখানকার বেদুঈন পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। পারিবারিক বিশেষ গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে নিজ গৃহে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাঁর বাল্যকাল কাটে।[১৫] ইসলামী ভাবধারা ও দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করলেও তিনি মূলত জাহিলী ভাবধারায় বেড়ে ওঠেন। খুব ভোগ বিলাসে বেড়ে ওঠা আল-ফারাযদাক সীমাহীন আমোদ-প্রমোদ, মাদকাসক্তি ও অনৈতিকতায় জড়িয়ে জীবনকে অন্ধকারাছন্ন করে ফেলেন।[১৬] অল্প বয়সেই কবি আল-ফারাযদাক কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।

শিক্ষাজীবন

তৎকালীন সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় কবি আল-ফারাযদাক স্বীয় পিতার নিকট প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। কবির পিতা নিজ সন্তানের প্রয়োজনীয় সু-শিক্ষার জন্য নিয়মতান্ত্রিক অধ্যবসায় করতেন।[১৭] কবি পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়ে সু-শিক্ষিত, মার্জিত, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন। কবিতার প্রতি কবির বাবার অসম্ভব আর্কষণ ও অনুরাগ ছিল। সে কারণেই সন্তানকে কাব্যমূখী শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পুত্র অল্প বয়সে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।[১৮] কবি তরুণ ও যৌবনের প্রারম্ভে সম্ভ্রান্ত পরিবার ও মরু অঞ্চলে বেদুঈনদের সঙ্গে উঠা-বসা করতেন। যার ফলে তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। যা তাঁর কাব্য রচনায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।[১৯] কবি বাল্যকাল হতে অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে সময় হতেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। অল্প বয়সে কবিতা রচনা সম্পর্কে কবি নিজেই বলেন,

كُنْتُ أُهَاجِيْ شُعَرَ اءَ قَوْمِيْ وَانَا غُلاَمٌ فِيْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ.

> 'আমি আমার জাতির কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কবিতা রচনা করতাম, যখন আমি ছিলাম কেবল এক যুবক, উসমান রা.-এর খিলাফতের সময়ে।'[২০]

কবির পিতা তাঁর পুত্রের মধ্যে কাব্য প্রতিভার আভাস পেয়ে তাঁকে কাব্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং কবিতা রচনার সকল কলা-কৌশল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি পরিপূর্ণ কবি রুপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। সন্তানের কাব্য প্রতিভা দেখে পিতা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিয়ে আলী রা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন, إِبْنِيْ وَهُوَ شَاعِرٌ 'সে আমার পুত্র এবং সে একজন কবি।' সে মুদ্বার গোত্রের অন্যতম কবি হবে, আপনি তাঁর একটি কবিতা শুনুন। প্রতিউত্তরে আলী (রা) বলেন,[২১] عَلِّمْهُ الْقُرْ آنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الشِّعْرِ 'আপনি তাঁকে কোরআন শিক্ষা দিন। কবিতা অপেক্ষা এটাই তার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে।' আলী রা.-এর এ বাণী কবির মনে ভীষণ ভাবে রেখাপাত করে। তারপর তিনি পবিত্র কোরআন হিফজ শুরু করেন এবং তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে বন্দি করে রাখেন।[২২] কোরআন হিফজ সম্পন্ন হওয়ার আগে তিনি কোন কবিতা রচনা করেননি।[২৩]

বৈবাহিক জীবন

কবি আল-ফারাযদাক দাম্পত্য জীবনে বহু স্ত্রী গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর চাচার মৃত্যুতে চাচাতো বোনের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে চাচাতো বোন নাওয়ারকে বিয়ে করেন।[২৪] নাওয়ারের গর্ভে কবির চারটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাওয়ারকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের না হওয়ায় নাওয়ার কবি আল-ফারাযদাককে তালাক প্রদান করেন।[২৫] কবি এ ছাড়াও একাধিক নারীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে হাদবা বিনত যীক ইবন বুসতাম আশ-শাইবান, তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে রাহীমা বিনত গুনাইম, চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে তাইয়্যেবাহ বিনত হালিম এবং সর্বশেষ স্ত্রী হিসেবে হারিছ ইবন' আবদ এর কন্যাকে বিবাহ করেন।[২৬] কবি বহু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন না। প্রথম স্ত্রী নাওয়ার ছাড়া অন্য স্ত্রীগণ ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রথম স্ত্রীর চার পুত্র সন্তান ছাড়াও কবির অন্য স্ত্রীদের গর্ভে আরো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

কর্মজীবন

কবি আল-ফারাযদাক কর্মজীবনে সুনির্দ্দিষ্ট কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না। খলিফা ও রাজন্যবর্গের সান্নিধ্যে অর্থবিত্ত ও উপঢৌকনের আশায় ঘুরে বেড়াতেন। উমাইয়া খলিফা ও শাসকবৃন্দের সাথে কবির অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। খলিফাদের পক্ষে জনগণের সমর্থন আদায়ে কবির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কবি অভিজাত ও স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় প্রাথমিক জীবনে জীবিকার জন্য কবির উল্লেখযোগ্য কোন পেশা গ্রহণ করতে হয়নি। বিবাহোত্তর সময়ে তিনি খলিফা, আমীর-উমারা ও রাজন্যবর্গের প্রশংসায় কাব্য রচনা করে প্রাপ্ত অর্থ ও উপঢৌকন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সুসম্পর্কের সময় যেমন প্রশংসাগাথা রচনা করতেন, ঠিক তেমনি মতের অমিল হলে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা ছুঁড়তে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করে উপহার ও অর্থ উপার্জন করেন।[২৭]

স্বভাব-চরিত্র

কবি পবিত্র কোরআনের হাফিজ হওয়া সত্তেও ইসলামী জীবন ধারা পরিত্যাগ করে জাহিলী জীবন ধারায় অভ্যস্ত ছিলেন। ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ বিভিন্ন কার্য ও মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যৌবনে কবি অবাধ, লাগামহীন ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন।[২৮] তাঁর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, আত্মগরিমা প্রকাশ, কাপুরুষতা, সীমাহীন আত্মপূজা, অত্যাচারী, ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ভবঘুরে।[২৯] তিনি জীবনের শেষ দিকে পরকালের ভয়-ভীতি সম্পর্কে বহু কবিতা রচনা করেন। তিনি হাসান আল-বসরীর ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। এক সময় হাসান আল-বসরীর নিকট সমস্ত অধর্মীয় কৃতকর্মের জন্য দু:খ প্রকাশ করে তাঁর হাতে তাওবা করেন।[৩০] কবি আল-ফারাযদাক শেষ জীবনে ছিলেন নরম স্বভাবের, ভীরু, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, ওয়াদা রক্ষাকারী, ধার্মিক, রাসূল সা.- এর পরিবার বর্গের প্রতি আনুগত্যশীল, দানশীল ও বাগ্মী।[৩১]

পরলোক গমন

কবি জীবন সায়াহ্নে এসে তাওবা করে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মেনে জীবন যাপন করেন। কবির মৃত্যুর সন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো-কবি জারীরের মৃত্যুর চল্লিশ দিন আগে মতান্তরে আশি দিন আগে ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাসরা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩২] ঐতিহাসিক Clement Huart বলেন, তিনি মরুভূমিতে ভ্রমণ কালে চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭২৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

কাব্য প্রতিভা ও তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

কবি আল-ফারাযদাক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে[৩৪] نَقَائِضْ কবি হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। উমাইয়া যুগের অন্যতম তিন (জারীর, ফারাযদাক, আখতাল) কবির এক কবি ছিলেন আল-ফারাযদাক। তিনি সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী কাব্য সাধনা করে এক বিশাল কাব্য ভাণ্ডার সৃজন করেন। দীওয়ানে ফারাযদাকে তাঁর কাব্য সম্ভার সংকলিত হয়। ফারাযদাক-এর দীওয়ানটি আলী ফাউর কতৃক সংকলিত। যা ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। ইলিয়্যা আল-হাভী কর্তৃক শারহু দীওয়ানুল ফারাযদাক গ্রন্থটি ১৯৮৩ খ্রিষ্টব্দে বৈরূত থেকে প্রকাশিত। তাঁর দীওয়ানে ৬০১টি কবিতা এবং ৭২৭৪টি পংক্তি আছে।[৩৫] দীওয়ান পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে কবিতাগুলোকে ছয়টি ভাগে করা যায় যেমন, اَلْمدْحُ (প্রশংসাগাথা), اَلْفَخْرُ (গৌরবগাথা), اَلهِجَاءُ (কুৎসাগাথা), اَلْوَصْفُ (বর্ণনামূলক), اَلْغَزْلُ প্রেমগাথা ও اَلرِّثَاءُ (শোঁকগাথা)। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (৭৬৭-৮৪৪ খ্রি.) ইসলামী যুগের কবিদেরকে ১০টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তার মতে কবি আল-ফারাযদাক প্রথম স্তরের কবি ছিলেন।[৩৬] আবূ উবায়দা বলেন, لَوْ لاَ شِعْرُ الْفَرزْدَقِ لَذَهَبَ ثُلُثُ لُغَةِ الْعَرَبِ 'যদি আল-ফারাযদাকের কবিতা না থাকত, তবে আরবদের ভাষার এক-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হয়ে যেত।'[৩৭]

কবি আল-ফারাযদাককে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবি আল-জারীর (৬৫৩-৭২৮ খ্রি.) বলেন,[৩৮] اَلْفَرَزْدَقُ نَبَعَهُ الشِّعْرُ 'ফারাযদাক কবিতার ঝরণা তুল্য।' আবুল ফারাজ ইস্পাহানী (৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.) বলেন, [৩৯] اَلْفَرَزْدَقُ مَقدَّمُ عَلَى الشُّعَرَاءِ الْاِسْلاَمِيِّيْنَ هُوَ جَرِيْرُ وَالْاَخْطَلُ 'জারীর ও আখতালের চেয়ে ইসলামী কবিদের মধ্যে ফারাযদাক শ্রেষ্ঠ কবি।' বিখ্যাত আরবি সাহিত্য সমালোচক মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (৭৬৭-৮৪৪ খ্রি.) ফারাযদাককে ইসলামী যুগের সেরা কবি হিসাবে গণ্য করেন।[৪০]

উমাইয়া রাজদরবারে কবি আল-ফারাযদাক-এর কাব্যর্চচা

উমাইয়া শাসনামলে সাম্প্রাদায়িক ও রাজনৈতিক কাব্যের সূচনা ঘটে। প্রখ্যাত কবি আল-ফারাযদাক উমাইয়া খলিফাদের সভা কবি নিযুক্ত হয়ে তাঁদের প্রশংসাগাথা রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বিশেষ করে খলিফা আব্দুল মালিক, খলিফা সুলাইমান ইবন মালিক, খলিফা ইয়াজিদ ইবন আব্দুল মালিক, খলিফা হিশাম ইবন আব্দুল মালিক, যয়নুল আবেদীন আলী

ইবন হুসাইন রা.-এর প্রশংসা ও স্তুতি গেয়ে কাব্য রচনা করে উপঢৌকন ও বিশেষ সম্মানি লাভ করেন। এ ব্যাপারে বুতরুস আল-বুস্তানী বলেন, مَدَحَهُمْ وَاَجَازُوْهُ عَلَى مَدْحِهِ 'তিনি তাদের প্রশংসা করেন এবং এর জন্য তাঁকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন।'[৪১]

খলিফা আব্দুল মালিক-এর প্রশংসাগাথা

কবি আল-ফারাযদাক প্রশংসনীয় ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা যথাযথভাবে অনুপম, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় ব্যক্ত করতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিক (৬৪৬-৭০৫ খ্রি.) খলিফা মনোনীত হলে কবি খলিফার চাহিদা অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। এ ভাবে তিনি রাজ-পরিবারের সাথে সম্পর্ক গাঢ় করেন।[৪২] কবি উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আব্দুল মালিকের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। খলিফা আব্দুল মালিকের প্রশংসায় কবি বলেন,

إِذَا لَاْقِيْ بَنُوْ مَرْوَانَ سلُّوْا * لِدِيْنِ اللهِ ، أَسْيَافًا غِضَابَا

صَوَارِمَ تَمْنَعُ الْاِسْلَامَ مِنْهُمْ* يَوَكَّلُ وَ قْعُهُنَّ بِمَنْ أَرَابَا[৪৩]

'যখনই আমি মারওয়ানের বংশধরদের সামনে উপস্থিত হই, তারা উদ্দীপ্ত হয়; আল্লাহর ধর্ম রক্ষার জন্য তাদের তলোয়ার ক্রোধমূর্তির মতো প্রজ্বলিত থাকে। ধারালো তলোয়ারসমূহ ইসলামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করত; যে কেউ ক্ষতিকর উদ্দেশ্য পোষণ করত, তাদের আঘাত তার ওপর ন্যস্ত করা হতো।'

তাদের সুক্ষ তলোয়ারের মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের আক্রমন করে ধর্মের খেদমত করেন।' কবি খলিফা আব্দুল মালিকের প্রশংসা ও স্তুতি গেয়ে কাব্য রচনা করে অনেক উপহার সামগ্রী ও উপঢৌকন লাভ করেন ।[৪৪]

খলিফা সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক-এর প্রশংসাগাথা

খলিফা ওয়ালিদের পর তার ভাই সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক (৬৭৪-৭১৭ খ্রি.) খলিফা নির্বাচিত হলে কবি খলিফার সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে কবি পূর্বের ন্যায় সুযোগ সুবিধা অব্যাহতভাবে পেতে থাকেন। এমনকি পরবর্তীতে তাঁর সুবিধা আরো বৃদ্ধি হতে থাকে। খলিফা সুলায়মানের শাসনামলে কবি অর্থ উপার্জন করে সুখ-সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন। ফলে কবি তাঁর কাব্যে খলিফা সুলায়মানের ভূয়সী প্রশংসা করে এক দীর্ঘ কাসিদা রচনা করে আবৃত্তি করে শুনান।

تَرَكْتُ بَنِيْ حَرْبٍ وَكَانُوْا أَئِمَّةً * وَمَرْوَانَ لَا آتِيْهِ، وَالْمُتَخَيَّرَا

أَبَاكَ، وَقَدْ كَانَ الْوَلِيْدُ أَرَادَ بِيْ* لِيَفْعَلَ خَيْرًا أَوْلِنُؤْمِنَ أَوْجَرَا

فَمَا كُنْتُ عَنْ نَفْسِيْ لِأَ رْحَلَ طَائِعًا * إِلى الشَّامِ حَتىَّ كُنْتَ اَنْتَ الْمُؤَمَّرَا[৪৫]

'আমি বনী হারবকে ছেড়ে আসলাম, যদিও তারা ছিলেন নেতৃস্থানীয়; আর মারওয়ানের নিকটও আমি যাই না, যদিও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠদের একজন। যখন তোমার পিতা খলিফা ওয়ালিদ আমাকে আহ্বান করতে চেয়েছিলেন; সে যেন ভালো কাজ করে, অথবা আমরা যেন বিশ্বাস স্থাপন করি, অথবা যেন কোনো প্রতিদান লাভ হয়। আমি নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কখনোই সরে যাইনি; শাম পর্যন্ত তুমি দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে ছিলে।'

কবি আল-ফারাযদাক খলিফার গুণের কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রকাশ করে বলেন,

اَنْتَ الَّذِىْ نَعَتَ الْكِتَابُ لَنَا * فِىْ نَاطِقِ التَّوْرَاةِ وَالزُّبُرِ

كَمْ كَن مِنْ قَسٍّ يُخَبِّرُنَا * بِخِلاَ فَةِ الْمَهْدِيْ أَوْحَبْرِ

جَعَلَ اْلِالٰهُ لَنَا خِلاَ فَتَهُ * بُرْءَ الْقُرُوْحِ وَعِصْمَةَ الْجُبْرِ[৪৬]

'তুমি সেই, যার বর্ণনা আমাদের জন্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে; যিনি তাওরাত ও যাবুরের ভাষ্যকার। কতজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আমাদেরকে জানিয়েছে, সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি বা জ্ঞানী ধর্মীয় নেতার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক। তিনি আমাদের জন্য তাঁর সখ্য স্থাপন করেছেন; ক্ষত থেকে মুক্তি এবং শক্তিশালী প্রতিরোধ রেখেছেন।'

খলিফা ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক-এর প্রশংসাগাথা

খলিফা আব্দুল মালিকের পর ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক (৬৬৮-৭১৫ খ্রি.) খলিফা মনোনীত হলে কবি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। উভয়ের মন ও মতের মিল হয়েছিল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই। খলিফা আল-ফারাযদাককে সভাকবি হিসাবে ঘোষণা করেন। উমাইয়া খলিফাদের রাজ্যকবি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিধান করে যুগের সেরা কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে খলিফা ওয়ালীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অগনিত কবিতা। একদা কবি নিজে স্বার্থ হাসিলের জন্য স্বীয় দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের কথা উল্লেখপূর্বক খলিফার প্রশংসায় বলেন,

كَمْ مِنْ مُنَادٍ، وَالشَّرِيْفَانِ دُوْنَهُ * إِلَى اللهِ تُشْكَىْ وَالْوَلِيْدِ مَفاقِرُهْ
يُنَادِيْ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَدُوْنَهُ * مَلًا تَتَمَطَّي بِالْمَهَارِيْ ظَهَائِرُهْ[৪৭]

'কতজন আহ্বানকারী এবং দুইজন সম্মানিত ব্যক্তি তার অধীনে ছিলেন; আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা হয় এবং খলিফা ওয়ালিদের অবহেলার কথা বলা হয়। সে মুসলমানদের খলিফাকে ডাকছে এবং তার অধীনে যারা আছে তাদেরকে; ঘোড়ার ওপর গর্বের সঙ্গে চলাচল করছে, তার গৌরবময় দৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে।'

এভাবে তিনি উপার্জনের আশায় খলিফা ওয়ালিদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে। তিনি বলেন,

أَمَّا الْوَلِيْدُ فَإِنَّ اللهَ اَوْرَثَهُ * بِعِلْمِهِ فِيْهِ مُلْكًا ثَابِتَ الدِّعَمِ
خِلَافَةً لَمْ تَكُنْ غَصْبًا مَشُوْرَتُهَا * اَرَسَىٰ قَوَاعِدَهَا الرَّحْمَنُ ذُوْ النِّعَمِ[৪৮]

'আর খলিফা ওয়ালিদের জন্য, আল্লাহ তাকে উত্তরাধিকার দিয়েছেন; তার প্রজ্ঞার মাধ্যমে সে এমন রাজত্ব প্রদত্ত হয়েছে যা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থির। খিলাফত জবরদস্তি দ্বারা হয়নি, এর নীতি ও পরামর্শ ছিল যথাযথ এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন দয়ালু আল্লাহ, যিনি অনুগ্রহে সমৃদ্ধ।'

খলিফা ইয়াজিদ ইবন আব্দুল মালিক-এর প্রশংসা

কবি আল-ফারাযদাক খলিফা উমার ইবন আব্দুল আযীযের শাসনামলে তাঁর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হননি। ফলে তিনি সকল সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হন। ইয়াজিদ ইবন আব্দুল মালিক (৬৭৫-৭৪৪ খ্রি.) খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করলে কবি তাঁর হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পান এবং আনন্দিত হয়ে ইয়াজিদের উচ্ছ্বসিত ও অতিরঞ্জিত প্রশংসায় ভাসিয়ে অযৌক্তিক ও কাল্পনিকভাবে নবী হওয়ার যোগ্যরূপে সুবিবেচনা করে কবি বলেন,

وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى مِنْ عِبَادِهْ * نَبِيّ لَهُمْ مِنْهُمْ، لِاَمْرِ الْعَزَائِمِ
لَكُنْتَ الَّذِيْ يَخْتَارُهُ اللهُ بَعْدَهُ * لِحَمْلِ الْاَمَانَاتِ الثِّقَالِ الْعَظَائِمِ
وَرِثْتُمْ خَلِيْلَ اللهِ كُلَّ خِزَانَةٍ * وَكُلَّ كِتَابٍ بِالنُّبُوَّةِ قَائِمِ[৪৯]

'যদি মুহাম্মদ সা.-এর পরে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোনো নবী হতো, তাহলে তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকে পাঠাতেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য। তুমি হতেন সেই, যাকে আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-এর পরে বেছে নিতেন ভারী ও মহৎ দায়িত্ব বহনের জন্য। তোমরা উত্তরাধিকার পেয়েছ আল্লাহর বন্ধু হিসেবে সমস্ত ভাণ্ডার এবং সমস্ত পবিত্র গ্রন্থ নবীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।'

কবি খলিফা ইয়াজিদকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় ভাসিয়ে ফেরেস্তাদের ডানা নিয়ে আকাশে উড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন,

فَلَوْ كَانَ مِنْ اَوْلَادِ دَارِمَ مَلَاْكُ * حَمَلْتَ جَنَاحَىْ مَلَاْكٍ غَيْرَ سَائِمِ
مِنَ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ للهِ مَاجَرَتْ * إِلَى الْغَوْرِ أَدْرَاجَ النجُوْمِ النَّوائِمِ[৫০]

'যদি সে দারিম বংশের সন্তান হতো, তুমি তা বহন করেছিলে সেই রাজার দুই শক্তিশালী প্রতীক, যে কখনো বিশ্রাম নিত না। আল্লাহর প্রশংসা ও তসবিহ থেকে যে প্রবাহিত হয়েছে, সেটি যুগল নক্ষত্রের ধাপে ধাপে গভীরতায় পৌঁছেছে।'

হিশাম ইবন আব্দুল মালিক-এর প্রশংসা

হিশাম ইবন আব্দুল মালিক (৬৯১-৭৪৩ খ্রি.) খলিফা মনোনীত হলে কবি খলিফার প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলেন। ফলে খলিফা তাঁকে সফর সঙ্গি হিসেবে নিতেন এমনকি খলিফার হজ্বের সময় কবিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। হজ্জে খলিফা মদিনায় কবিকে পাঁচশত দিরহাম উপহার দেন।[৫১] তখন কবি গেয়ে ওঠেন,

يُرَدِّدُنِيْ بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَالَّتِيْ * اِلَيْهَا قُلُوْبُ النَّاسِ يَهْوَىٰ مُنِيْبُهَا[৫২]

'এটি আমাকে শহরের মধ্যে এবং সেই স্থানে বারবার মনে করায়, যেখানে মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয় এবং অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে আসে।'

যয়নুল আবেদীন আলী ইবন হুসাইন রা.-এর প্রশংসা

কবি সর্বদা আহলে বায়তকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধার সহিত মহব্বত করতেন। তাঁদের প্রশংসায় তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতেন। হজ্জে মক্কার হারাম শরীফে কবি যয়নুল আবেদীনের (৬৫৮-৭১২ খ্রি.) প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর পরিচয় প্রদানে পরিপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করে বলেন,

هَذَا الَّذِيْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ * وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ
هَذَا اِبْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِمُ * هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ
هَذَا اِبْنُ فَاطِمَةٍ، إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ * بِجَدِّهِ اَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوْا[৫৩]

'এটাই সেই ব্যক্তি যার পায়ের ছাপ বট বৃক্ষের পথ চিনে, কাবাও তাকে চিনে, এবং পবিত্র হারাম ও হারামের বাইরের অঞ্চলও চিনে। এটাই আল্লাহর সেরা বান্দাদের সন্তান, এই ধার্মিক, বিশুদ্ধ ও পবিত্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এটি ফাতিমার সন্তান, যদি তুমি তাকে অজানা মনে করো; তাঁর পিতামহরা আল্লাহর নবী, যা দ্বারা নবীগণের ক্রমধারা সমাপ্ত হয়েছে।'

উমাইয়া খলিফাদের কুৎসায় কবি আল-ফারাযদাকের কাব্যচর্চা

কবি আল ফারাযদাক কয়েকজন উমাইয়া খলিফার সভাকবির মর্যাদা লাভ করে ছিলেন। সৎ ও মহৎ গুণাবলী অপনোদন করে তাঁদের শত্রুদের সম্মানহানীকর ত্রুটিগুলো নিকৃষ্টভাবে উপাস্থাপন করতেন। খলিফাদের কাছে তাদের শত্রুদের দমনের হাতিয়ার ছিল কুৎসগাথা। কেননা কুৎসাগাথার মাধ্যমেই আঘাত প্রদান বেশি যন্ত্রনাদায়ক ও অসহনীয়। কবি আল-ফারাযদাক উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে কুৎসাগাথা রচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কাব্যে তাদের তোলে ধরা হলো :

খলিফা মুয়ারিয়া-এর কুৎসাগাথা

খলিফা মুয়াবিয়া (৬০২-৬৮০ খ্রি.) ছিল উমাইয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কবি আল-ফারাযদাক ব্যঙ্গত্মক কবিতা রচনায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। কেউ তাঁর স্বার্থে আঘাত হানলে কিংবা অভিমতের বিরোধী হলে কবি হিজার (বিদ্রুপাত্মক) মাধ্যমে প্রতি উত্তর দিতেন। মুয়াবিয়া কর্তৃক চাচার সহায় সম্পত্তি জোর পূর্বক জবর দখল হওয়ায় কবি খলিফা মু'আবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে হিজা রচনা করে বলেন,

اَبُوْكَ عَمِّيْ يا مُعَاوِىَ اَوْرَثَا * تُرَاثًا فَاَوْلَى بِا التُّرَاثِ اُقَارِبُهُ
فَمَا بَالَ مِيْرَاثُ الْخُتَّاتِ أَكَلْتَهُ * مِيْرَاثُ حَرْبٍ جَامِدٍ لَكَ ذَائِبُهُ
فَلَوْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِيْ جَاهَلِيَّةٍ * عَرَفْتُ مِنَ الْمَوْلِيَ الْقَلِيْلِ حَلاَئِبُهُ[৫৪]

'তোমার পিতা আমার চাচা, হে মুআবিয়া, আমাদের দেখ; উত্তরাধিকার তার পরিবারের জন্য আরও উপযুক্ত। হুতাতের উত্তরাধিকার খেয়ে ফেলছ? যুদ্ধের উত্তরাধিকার, যা কঠিন ছিল, তা তোমার জন্য সহজ হয়ে গেছে। যদি এই শাসন জাহিলিয়্যাতের যুগে হতো, আমি সামান্য দাসদের মধ্য থেকে তার সম্পদ জানতাম।'

এতে মু'আবিয়া রা. রাগান্বিত হয়ে কবির আল-ফারাযদাককে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তখন কবি ভীত হয়ে বাসরা থেকে এসে মদীনায় আশ্রয় দেন।[৫৫]

খলিফা হিশাম ইবন আব্দুল মালিক-এর কুৎসাগাথা

খলিফা হিশামের (৬৯১-৭৪৩ খ্রি.) সাথে কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল চোখে পরার মতো। অপরদিকে আহলে বায়তদের প্রতিও তাঁর হৃদয় ছিল অসামান্য অকৃত্রিম ভালোবাসায় ভরপুর। হজ্জের মৌসমে হারাম শরিফে তাওয়াফ কালে হিশাম আহলে বায়ত যয়নুল আবেদীনের দিকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে কবি হিশামের বিরুদ্ধে কুৎসাগাথা রচনা করে বলেন,

يُرَدِّدُنِيْ بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَ الَّتِيْ * اَلَيْهَا قُلُوْبُ النَّاس يَهْوَىْ مُنِيْبُهَا
يُقَلِّبُ عَيْنًا لَمْ تَكُنْ لِخَلِيْفَةٍ * مُشَوَّهَةً، حَوْلاَءَ بَادٍ عُيُوْبُهَا
أَلَا حَبَّذَا الْبَيْتُ الَّذِىْ اَنتَ هَايِبُهْ * تَزُوْرُ بُيُوْتًا حَوْلَهُ وَتُجَانِبُهْ[৫৬]

'এটি আমাকে শহরের মধ্যে এবং সেই স্থানে বারবার মনে করায়, যেখানে মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয় এবং অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে আসে। সে এমন চোখ ঘোরাচ্ছে, যা কোনো খলিফার জন্য বিকৃত নয় ও চারপাশের খোলা স্থানে নজর রাখছে। নিশ্চয় ভালো সেই ঘর, যা তুমি সম্মান করো; তুমি চারপাশের ঘরগুলো পরিদর্শন করো, কিন্তু তাকে সম্মান রেখে এড়িয়ে চলো।'

খলিফা উমাইয়া ইবন মারওয়ান-এর কুৎসাগাথা

কবি বাসরা থেকে মদীনায় ফিরে এসে মদ্যপান ও অশ্লীল কার্যক্রম শুরু করেন এবং বিশ্রী ভাষায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতে থাকলে মদীনাবাসী তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে গর্ভনেরের কাছে অভিযোগ করলে মারওয়ান রাগান্বিত হয়ে কবি আল-ফারাযদাককে তিন দিনের মধ্যে মদীনা ছাড়ার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫৭] তখন বিভিন্ন বিষয়ে কবির সাথে উমাইয়া ইবন মারওয়ানের মতপার্থক্য ও দুরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে কবি রাগান্বিত হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে কুৎসাগাথা রচনা করে বলেন,

سَارُوْا عَلَىَ الرِّيْحِ اَوْ طَارُوْا بِاَجْنِحَةٍ *سَارُوْا ثَلاَثًا اِلَى الْبَحَارِ مَنْ هَجَرًا

طَارُوْا شُعَاعًا وَمَا سَلُّوْ اسُيُوفَهُمْ * وَ غَادرُوْا فِيْ جَوَاثِيْ سَيِّدِىْ مُضَرَّا

هَلاَّ صَبَرَتْ اُمِّيْ، اَلنَّفْسُ إِذْ جَبَنَتْ * قَتَبَلَّى اللهُ عَزَرًا مَثْلَ مِنْ صَبَرًا[৫৮]

'তারা বাতাসের মতো বয়ে গেল অথবা পাখার মতো উড়ে গেল; তিনজন সাগরের দিকে যাত্রা করল, যারা পরিত্যক্ত ছিল। তারা রশ্মির মতো উড়ে গেল, তবু তাদের তলোয়ার ব্যবহার করল না; এবং তারা আমার পরিবেশে প্রস্থান করল, আমার প্রভুর জন্য মিসরে। কেন না আমার আত্মা ধৈর্য ধরত, যখন তা ভীত হয়ে পড়েছিল? তাহলে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করলেন, ধৈর্যের সমতুল্য সাহসের জন্য।'

উমাইয়া খলিফাদের জন্য কবি আল-ফারাযদাকের শোকগাথা রচনা

কবি আল-ফারাযদাক শোকগাথা রচনায় ছিলেন খুবই পটু। তাঁর শোকগাথায় সাধারণত মৃত ব্যক্তির শৌর্য-বীর্য ও তাঁর সৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখের মাধ্যমে শোকাভিভূত হয়ে ব্যাথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস ও আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ হতো। তিনি যে সকল খলিফার রাজ-প্রাসাদে গমন করেছেন তাঁদের মধ্য হতে খলিফা সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের জন্য শোকগাথা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নিম্নে তাঁর শোকগাথার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

খলিফা সুলায়মান-এর মৃত্যুতে শোকগাথা

কবি খলিফার সুলায়মান-এর দরবারে রীতিমত গমন করে তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে অনেক উপহার-উপঢৌকন লাভ করেন। খলিফা সুলায়মান-এর মৃত্যুর বিচ্ছেদে কবি বিরহ যন্ত্রনায় কাতর হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে অনুপম কীর্তি স্মরণ করে কবি বলেন,

اَرَدْتَ أَغَرَّ مِنَ الْمُلُوْكِ مُتَوَّجًا * وَرَثَ النُّبُوَّةَ بَدْرُهَا وَهَلاَ لُهَا

أَغْنَى الْعُقَاةَ بَنَائِلُ مُتَدَفَّقٌ * مَلاَ الْبِلاَدُ دَوَافِعًا، فَإِسَالَهَا[৫৯]

'তুমি চেয়েছ রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও মুকুটধারী হতে; সে নবীধর্মের উত্তরাধিকার পেয়েছে, পূর্ণতার মতো উজ্জ্বল-আর কাকে বলি? প্রবাহিত ধন সৎ ব্যক্তিদের ধনী করল; দেশ ভরে গেল প্রতিপত্তি ও প্রেরণার শক্তিতে এবং এটি ছড়িয়ে পড়ল।'

হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ-এর শোকগাথা

কবি আল-ফারাযদাক কেবল খলিফা ও তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজদের মৃত্যুতেই শোকগাথা রচনা করেননি বরং উমাইয়া খলিফা, আমীর-ওমারা ও বিশিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতেও শোকগাথা রচনা করেন। বিশেষ করে হাজ্জাজ ইবন ইউসূফের (৬৬৬-৭০৩ খ্রি.) মৃত্যুতে কবি শোঁকাহত হয়ে বলেন,

إِبْكِ عَلَى الْحَجَّاجِ عَوْلَكَ مَا دَجَا * لَيْلَ بِظُلْمَتِهِ وَلاَحَ نَهَارُ

إِنَّ الْقَبَائِلَ مِنْ نِزَارٍ أَصْبَحَتْ * وَقُلُوْبُهَا، جَزَعًا عَلَيْكَ، حِرَارُ[৬০]

'হাজ্জাজের জন্য যতটা সম্ভব কাঁদো, যতই তার আঁধার গাঢ় হোক; তাঁর অন্ধকারে রাত, এবং দিনও প্রকাশ পেল। নাজার বংশের গোষ্ঠী সত্যিই পরিণত হলো, তাদের হৃদয় তোমার প্রতি উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় ভরা।'

উপসংহার

আরবি কাব্যাঙ্গনে কবি আল-ফারাযদাক বিস্ময়কর প্রতিভাবান মহাপুরুষের নাম। উমাইয়া খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেন। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাব্য প্রতিভা প্রকাশের প্রয়াস পান। তাঁদের রাজদরবারে প্রশংসা, কুৎসাগাথা ও শোকগাথা রচনা করে অঢেল উপহার সামগ্রী ও উপঢৌকন লাভ করেন। কবির ভাষার মাধুর্য্যতা, প্রাঞ্জলতা, শ্রুতিমধুর অলংকারপূর্ণ শব্দ চয়ন, শৈল্পিক রচনাশৈলী, নান্দনিক ছন্দ বর্ণনার লালিত্য বোধগম্য উপমা স্থান পেয়েছে। আরবি কাব্য সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অবদান যুগ যুগ ধরে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২২৬।

[২] ইউসুফ ইলয়ান, *মু'জামুল মাতবু'আত আল-আরাবিয়্যাহ ওয়াল মু'আরিবা*, ২য় খণ্ড (মিসর: মানশূরাতু মাকতাবাতিল আয়াতিল্লাহিল 'উজম আল-মারাশী, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৪৪৩; R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs* (Cambridge at the University Press, 1953), p. 242.

[৩] আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ১৯শ খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৬ খ্রি.) পৃ. ২।

[৪] ইবন কুতায়বা, *আশ-শিরু' ওয়াশ শু'আরা*, আহমদ মুহাম্মদ শাকির সম্পা, ২য় সং, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬খ্রি.), পৃ. ৪৭১।

[৫] আল-খারীস, *দীওয়ানুল-ফারাযদাক* (বৈরূত: মুআসসাতুল আলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫।

[৬] ইয়াকুত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫।

[৭] *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 11 (London: Luzac and Co., New Edition, 1960), p. 788.

[৮] ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯ম খণ্ড (লাহোর: মাকতাবাতুল কুদ্দুসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৬৫।

[৯] *তদেব*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, p. 242-243.
[১০] আহমাদ আল-ইস্কান্দারী গং, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল 'আদাবিল আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িল 'উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৪।
[১১] উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬৪৯।
[১২] R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs*, p. 242.
[১৩] K.A. Fariq, *A History of Arabic Literature* (umayyad period) (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1978), p. 29.
[১৪] বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু নাযীর 'আববূদ ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩৭।
[১৫] হান্না আল-ফাখুরী, *আল-মুজায ফীল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখুহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৫৬৪।
[১৬] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরুল ইসলামী* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭।
[১৭] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১২০।
[১৮] ড. শাওকী দায়ফ, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ.২৬৭।
[১৯] আ.ত.ম, মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ২১৭।
[২০] ড. শাওকী দায়ফ, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৬৭।
[২১] ইবন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৩।
[২২] *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, কারাম আল-বুস্তানী সম্পা., ১ম সং (বৈরূত: দারু সাদির, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫।
[২৩] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারুল মা'রিয়াহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১২০।
[২৪] বতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল আরাব*, পৃ. ৩৪১।
[২৫] আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৫৭-২৫৮।
[২৬] *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, সম্পা. মাজীদতুরাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ১০।
[২৭] বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, পৃ. ৩৪০।
[২৮] আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল-আগানী*, ১৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
[২৯] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১৪১।
[৩০] আহমাদ হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ৩য় খণ্ড (মিশর: মাততুবাতু তাজিরিয়্যাতিল কুবরা, তা.বি.), পৃ. ১৫০।
[৩১] ইব কুতায়বা, *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩১২।
[৩২] আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবুল 'আরাবী*, পৃ. ১৬৫।
[৩৩] Clement Huant, *A History of Arabic Literature* (London: William Heineman, 1903.), p. 51.
[৩৪] **نقائض** শব্দটি বহুবচন। একবচনে **نقيضة**। এর মূলধাতু হচ্ছে **نقض**-এর আভিধানিক অর্থ হলো বিপরীত, উল্টো, লঙ্ঘন, ভঙ্গ, পরস্পর বিরোধী কাব্য ইত্যাদি। পরিভাষায় **نقائض** ঐ কবিতাকে বলা হয়, যে কবিতার মাধ্যমে কবি অপর কবির কাব্যের বিপরীত জবাব প্রদান করেন। যেমন নাকা'ইদে জারীর ওয়াল ফারাযদাক। দ্র: উমার ফারুখ, *আল-মিনহাজ ফীল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি* (বৈরূত: দারুল কুতুব, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ৭৩; ইবন মানযূর, *লিসানুল-'আরব*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ২৪৩।
[৩৫] মাজীদ তুরাদ, *শারহু দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৮।
[৩৬] ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, *তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ২০০১খ্রি.), পৃ. ১৪৪-২২০।
[৩৭] ড. শাওকী দায়ক, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৭৫।
[৩৮] বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল'আরব*, পৃ. ৩৫৯।
[৩৯] আবুল ফারাজ ইস্ফাহানী, *কিতাবুল-আগানী*, ৮ম খন্ড, পৃ. ৪৮।
[৪০] বুসরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল'আরব*, পৃ.৩৫৯।
[৪১] তদেব, পৃ. ৩৫১।
[৪২] হান্না আল-ফাখূরী, *আল-মুজায ফীল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি*, পৃ. ৫৫৬।
[৪৩] ইলিয়্যা আল-হাভী, *শারহু দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল লুবনানী, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৪২।
[৪৪] শাওকী দায়ফ, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৬২।
[৪৫] ইলিয়্যা আল-হাভী, *শারহু দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
[৪৬] *তদেব*, পৃ. ৪৩৬।
[৪৭] *তদেব*, পৃ. ৪১৩।
[৪৮] আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৫৩৮।
[৪৯] ইলিয়্যা আল-হাভী, *শারহু দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৬।
[৫০] *তদেব*।
[৫১] মাজীদ তুরাদ, শারহু *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৬০।
[৫২] আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৪৫।
[৫৩] *তদেব*, পৃ. ৫১১।
[৫৪] আলী খারীস, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৪২।
[৫৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ম খণ্ড, পৃ. ৭১৪।
[৫৬] আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৪৫।
[৫৭] জুরজী যায়দান, *তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৮খ্রি.), পৃ. ২১৩।
[৫৮] আলী খারীস, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ২২৯।
[৫৯] *তদেব*, পৃ. ৩৭৫।
[৬০] আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ২৫৮।